96

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি

ঢাকার শিক্ষা ভবনের কাছাকাছি এখন অনেক ভিড়। সচিবালয়েও কম ভিড় নয়। এ ভিড় চাকরির তদবিরের। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে ১ ডিসেম্বর। এখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পালা। তাই দেনদরবার করবার জন্য ভিড় জমছে সর্বত্র।

সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে চাকরির জন্য দেন দরবার করে কিছু হবে না। এবার সবকিছুই হবে যান্ত্রিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে। কোন ব্যক্তি বিশেষের এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের অবকাশ নেই। পরীক্ষার ফলাফলই হবে চাকরিতে নিয়োগের ভিত্তি।

কিন্তু কে শোনবে কার কথা। দেনদরবারের রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এ ব্যাপারে অতীতের অভিজ্ঞতা তাদের করুণ। সাবেক সরকারের আমলে সেকালের উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হত। শিক্ষক নিয়োগের জন্য যেন হাট বসত। দরদাম হত। সে অতীতকে আঁকড়ে ধরেই সমাজের এক শ্রেণীর লোক এখনও চাকরি দেবার নামে হাজার হাজার টাকা কামাই করছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরির ব্যাপারে কোন দেন-দরবার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র নিরীক্ষা, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্ত নির্বাচন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোডিং-এর মাধ্যমে করা হবে। এ মহল থেকে আরও বলা হয়েছে, যে কেউ যেন দুর্নীতিবাজদের খপ্পরে পড়ে এ ব্যাপারে দেন-দরবার না করেন।

তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই তথ্যের পরেও দেন-দবার বন্ধ না-ও হতে পারে। এই দেন-দরবার বন্ধ করতে হলে থানা শিক্ষা দফতর থেকে শুরু করে রাজধানীর অনেক সংশ্লিষ্ট দফতরের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ এই এলাকা থেকে চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই এলাকায় বিনা আয়াশে তদবিরকারক পাওয়া যায়। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ তাদের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না। অনেকে ভাল পরীক্ষা দিয়েও দেন-দরবারের জন্য টাকা দেয়। চাকরিতে তারা নিয়োগ পেলে তদবিরকারকদের কদর বাড়ে। সরকারী সদুপদেশ কাজে আসে না।

তাই সংবাদপত্রে ছোট খবর নয়, প্রতিটি থানা ও জেলা শহরে এ ব্যাপারে প্রচারণা প্রয়োজন। কারণ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘাপলা চলছে। এ চাকরি এখন গ্রাম-গ্রামান্তরে "সোনার হরিণ"। এই সোনার হরিণের স্বপ্ন ভাঙতে হলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় টাউটদের হাতে নিরীহ চাকরি প্রার্থীরা বিপর্যস্ত হতেই থাকবে।